দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ৮ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য ॥ সংসদে প্রশ্নোত্তর

সংসদ রিপোর্টার ॥ দেশের সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে প্রায় ৮ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ১২০৭টি পদ প্রধান শিক্ষকের এবং ৬৬৬৩টি সহকারী শিক্ষকের।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক রবিবার সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে জাতীয় পার্টির আব্দুল মুকিত খানের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান। পদগুলো পূরণের ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ইতোমধ্যেই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার কাজ চলছে। প্রধান শিক্ষকের পদগুলোও পূরণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, প্রধান শিক্ষক পদের মোট সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭০৪ এবং সহকারী শিক্ষক ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৯১। সরকারী দলের মুহিবুর রহমান মতিনের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

১২টি বিশ্ববিদ্যালয়

আওয়ামী লীগের তাজুল ইসলাম, আশিকুর রহমান, শামসুর রহমান শরীফ ও সৈয়দ মাসুদ রেজার পৃথক পৃথক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, পুরনো বৃহত্তর জেলার যেগুলোতে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই কুমিল্লা, রংপুর, পাবনা, বরিশালসহ এ রকম ১২টি জেলায় একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। একই দলের অধ্যাপিকা পান্না কায়সারের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, কুমিল্লার কোটবাড়ীতে বার্ড সংলগ্ন এলাকায় কৃষি কলেজ স্থাপন করে পর্যায়ক্রমে একে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে অনুরোধ পাওয়া গেছে, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ডবল শিফট

সরকারী দলের মীর সাখাওয়াত আলী ফারুকের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডবল শিফট চালু করার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুরোধ জানান হবে।

পারমাণবিক প্রকল্প

একই দলের ইমদাদুল হকের প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী জানান, সরকার রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সঙ্গে অনুষ্ঠিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পূর্ণ কারিগরি সহযোগিতা দিতে রাজি হয়েছে। সংস্থার একটি বিশেষজ্ঞ দল গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফরও করে গেছে। এখন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।